বিষয়বস্তুঃ ইসলামে গান বাজনা হারাম

যুল কা'দাহ মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(১ যুল কা'দাহ ১৪৪৫ হিজরী, ১০ মে ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৪৩

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ أمَّا بَعْدُ:فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَالْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ ۞صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ .

সম্মানিত ঈমানদার ভাই সকল ! আজ যুল কা'দাহ মাসের ১ তারিখ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, ইসলামে গান বাজনা হারাম।

জেনে রাখা দরকার, বর্তমান সমাজে নাচ-গান এবং প্রকাশ্যে বেপর্দা ও বেলিল্লাপনার প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিবাহ অনুষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে কিংবা কোন বিনোদন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে রাস্তা-ঘাটে হাই ভোল্টেজ কম্পন সৃষ্টিকারী ডিজে

বাজিয়ে নাচ গান করতে করতে যাওয়া, এগুলি কোন সভ্য মানুষের পরিচয় নয়।

অনুরূপভাবে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে মোবাইলে গান শোনার বদভ্যাস প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান। যখন মোবাইলের যুগ ছিল না, তখন বলা হতঃ প্রতিটি ঘরে ঘরে টিভির মাধ্যমে গান বাজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এটা কিয়ামতের আলামত। আর এখন মোবাইলের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে গান বাজনা ঢুঁকে পড়েছে। এটা কি কিয়ামতের আলামত নয় ?

মনে রাখবেন, যদি এভাবে চলতে থাকে আর সভ্য ও ভদ্র মানুষেরা এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না করেন, তাহলে খুব অল্প দিনের মধ্যেই সমাজ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। যার ফলে মহান রব্বুল আলামীন নারাজ হয়ে বান্দাদের উপর আযাব-গযব বৃদ্ধি করে দিবেন এবং এমন এমন রোগ বালা-মুসীবত দিবেন, যেগুলি ইতিপূর্বে পূর্বসূরীরা কখনও দেখিনি বা শোনেনি।

বিখ্যাত হাদীসের কিতাব সুনানে ইবনে মাজার ৪০১৯ নম্বর হাদীসে ইবনে উমার (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজিরীনদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ ! خَمْسٌ خِصَالٍ اِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ "হে মুহাজির সম্প্রদায় ! যখন তোমরা পাঁচটি মহাপাপে লিপ্ত হবে, তখন তোমরা পাঁচ প্রকারের আযাবে গ্রেফতার হবে। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তোমরা যেন ওই সমস্ত পাপে লিপ্ত না হও।" সমস্ত পাপগুলি এখানে বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু প্রথম পাপটি উল্লেখ করব। নবীজি বললেনঃ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوْا بِهَا اِلَّا فَشَا فِيْهِمْ الطَّاعُوْنُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِيْنَ مَضَوْا "যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্যে কুকর্ম ছড়িয়ে পড়বে, তখন তাদের মধ্যে মহামারী এবং এমন এমন রোগ দেখা দিবে, যেগুলি তাদের পূর্বসূরীদের যুগে দেখা যায় নি।" আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হিফাযত করুন, আমীন।

মনে রাখবেন, ইসলাম ধর্মে গান বাজনা সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআন করীমে সূরা লুকমানের ৬ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ

"এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে অবান্তর কথা বার্তা সংগ্রহ করে এবং সেটাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অসম্মানকর শাস্তি।"

সম্মানিত বন্ধুগণ ! এই আয়াতের মধ্যে অবান্তর কথা বার্তা সংগ্রহ করা বলতে কী বোঝান হয়েছে ? এ সম্পর্কে তাফসীরে তবারী এবং তাফসীরে কুরতুবী সহ সমস্ত তাফসীরের কিতাবে লেখা আছে যে, নবীজির বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) বলেছেনঃ আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, এই আয়াতের মধ্যে অবান্তর কথা বার্তা বলতে গান বাজনাকেই বোঝান হয়েছে। তাফসীরের কিতাবগুলিতে লেখা আছে যে, তিনি

এ বিষয়ে ৩ বার কসম খেয়েছেন। বোঝা গেল, ইসলামে গান বাজনা সম্পূর্ণ হারাম।

অনুরূপভাবে মুফাসসির সম্রাট আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি)ও বলেছেন যে, এখানে অবান্তর কথা বার্তার অর্থ হল, اَلْغِنَاءُ وَالِاسْتِمَاعُ لَهُ "অর্থাৎ গান গাওয়া এবং গান শোনা উভয়টি হারাম।" এভাবে সমস্ত উলামা ও মুফাসসিরীনে কিরামগণ এই আয়াতের আলোকে গান বাজনা হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।

বিখ্যাত তাফসীরের কিতাব তাফসীরে কুরতুবীতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসেবে লেখা আছে যে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন তখন মক্কায় নযর বিন হারিস নামক এক ব্যক্তি ছিল। সে ঈমানদার মুসালমানদেরকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে নর্তকী দাসী কিনে রেখেছিল। যখন কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করত, তখন নযর বিন হারিস তাকে নিজের সেই নর্তকী দাসীর কাছে নিয়ে যেত। আর দাসীকে বলতঃ একে ভাল করে আপ্যায়ন কর এবং নাচ গান শোনাও। অতঃপর ওই

ব্যক্তিকে বলতঃ মুহাম্মাদ তোমাকে যে নামায রোযার কথা বলে, তার চেয়ে আমার এই দাসীর নাচ গান ভাল। এভাবে নযর বিন হারিস মুসলমানদেরকে গোমরাহ করার চেষ্টা করত। এই ঘটনার পরিপেক্ষিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন এবং নাচ গানকারী নর্তকী দাসী ক্রয় বিক্রয় করা হারাম করে দিলেন। আর এই আয়াতের কারণেই সমস্ত মুফাসসিরীন ও উলামায়ে কিরামগণ গান বাজনাও হারাম বলে ঘোষণা করে দিলেন।

মুহ্তারম উপস্থিতি ! একটি কথা বিশেষভাবে জেনে রাখা দরকার যে, যে ব্যক্তি গান গায়, গান লেখে কিংবা গান শোনে তার পরিণাম হল, মুনাফিক হয়ে মৃত্যু বরণ করবে। কেননা গান বাজনা অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে। সুনানে আবূ দাঊদের ৪৯২৭ নম্বর হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ

اِنَّ الْغِنَاءَ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ "গান অন্তরে নিফাক অর্থাৎ দ্বিচারিতা পয়দা করে।"

গানের মাধ্যমে নিফাক সৃষ্টি হওয়ার ব্যাখ্যা হল, একজন ঈমানদার বান্দা যখন গান গায় কিংবা গান শোনে, তখন সে নিজের অন্তরে আল্লাহ ও তার রসূলকে ভুলে গিয়ে গানের মধ্যে সুন্দরী নায়ক-নাইকাদের প্রেম নিবেদনের কথা ভাবতে থাকে। আবার বাহ্যিক পরিবেশে নিজেকে আল্লাহ ও তার রসূলের অনুসারী বলে প্রমাণ করতে যায়। এভাবে অন্তরে এক রকম আর বাহ্যিক আরেক রকম অবস্থাকে নিফাক বলা হয়।

এই জন্য আল্লামা ইবনুল কইয়িম জাউযী (রহ) নিজের বিখ্যাত কিতাব ইগাসাতুল লাহফানের ৪০৫ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ) يَكْرَهُ الْغِنَاءَ وَيَجْعَلُهُ مِنَ الذُّنُوبِ "গানকে অপছন্দ করতেন এবং গোনাহ বলে মনে করতেন।" অনুরূপভাবে তাঁর ছাত্রদ্বয় ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) বলেছেনঃ اِنَّ السَّمَاعَ فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهِ كُفْرٌ "গান শোনা মহাপাপ এবং গান শুনে অন্তরে তৃপ্তি ও

মজা অনুভব করা কুফর।” অর্থাৎ এভাবে নিফাকের উপর চলতে চলতে ভবিষ্যতে কাফির হয়ে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

২৮১ হিজরীতে ‘ইবনু আবিদ্ দুনিয়া’ নামে একজন মস্ত বড় ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি ‘যাম্মুল মালাহী’ নামক কিতাবের ৪১ নম্বর হাদীসে এবং আল্লামা হাইসামী (রহ) মাজমাউয যাওয়াইদের ৮ম খণ্ডের ১২২ নম্বর পৃষ্ঠায় হযরত আবূ উমামাহ বাহিলী (রযি) থেকে একটি হাদীস নকল করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ مَا رَفَعَ رَجُلٌ صَوْتَهُ بِعَقِيْرَةِ غِنَاءٍ اِلَّا بَعَثَ اللهُ شَيْطَانَيْنِ “যে ব্যক্তি উচ্চস্বরে গান করে, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালা দু’টি শয়তান নিযুক্ত করে দেন। যতক্ষণ সে গান বন্ধ না করে ততক্ষণ ওই দু’টি শয়তান তার কাঁধে বসে নাচানাচি করে আর পায়ের গোড়ালি দিয়ে বুকে মারতে থাকে।” এভাবে শয়তান দু’টি তার বন্ধু হয়ে যায়। আর শয়তান যে ব্যক্তির বন্ধু হবে তার পরিণাম কেমন হবে বুঝতেই পারছেন।

আর একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, ইবলীস শয়তান এই গান বাজনার মাধ্যমে ঈমানদার বান্দাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। যেমন মুআযযিন আযানের মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। সেজন্য ইবলীস শয়তান যখন জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, তখন সে আল্লাহর কসম খেয়ে বলেছিলঃ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ "হে আল্লাহ ! তোমার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলছিঃ আমি অবশ্যই ওদের সকলকে (অর্থাৎ তোমার বান্দাদেরকে) গোমরাহ করব।"

এর জন্য ইবলীস ওই সময় আল্লাহর নিকট থেকে ১০টি জিনিস চেয়ে নিয়েছিল। আল্লামা ইবনুল কইয়িম জাওযী (রহ) ইগাসাতুল লাহফান নামক কিতাবের ১ম খণ্ডের ৩৭৭ নম্বর পৃষ্ঠায় হযরত আবূ উমামাহ বাহিলী (রযি) থেকে সেই ১০টি জিনিস উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে প্রথম নম্বরে ইবলীস বলেছিলঃ اِجْعَلْ لِيْ بَيْتًا "ওগো আল্লাহ ! আমি পৃথিবীতে গিয়ে থাকব কোথায় ? আমাকে একটি থাকার ঘর দাও। আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ اَلْحَمَّامُ

পৃথিবীতে তোর থাকার ঘর হল, বাথরুমের নোংরা জায়গা। তুই ওই নোংরা জায়গায় থাকবি।

দ্বিতীয় নম্বরে ইবলীস বলেছিলঃ اِجْعَلْ لِي مَجْلِسًا "পৃথিবীতে গিয়ে আমি বসব কোথায় ? আমার বৈঠকখানা কোথায় হবে ? আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ তোর বৈঠকখানা হবে বাজার ও রাস্তার মোড়। অর্থাৎ চায়ের দোকান ও মোড়ের আড্ডাখানা। সেখানে বসে থাকা মানুষদেরকে তুই গীবত গেল্লায় লিপ্ত করবি।

এভাবে ইবলীস ঈমানদার বান্দাদের ঈমান নষ্ট করার জন্য পরস্পর ১০টি জিনিস আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল। সবগুলি এখানে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। তবে আজকের বিষয়বস্তুর জন্য এর মধ্য থেকে দু'টি জিনিস লক্ষণীয়। (১) ইবলীস বলেছিলঃ اِجْعَلْ لِي مُؤَذِّنًا "আমাকে একটি মুআযযিন অর্থাৎ আহ্বানকারী ঠিক করে দাও। যার মাধ্যমে আমি পৃথিবীতে গিয়ে তোমার বান্দাদেরকে আমার রাস্তার দিকে ডাকতে পারি। আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ

اَلْمِزْمَارُ "বাদ্য যন্ত্র"। অর্থাৎ বাদ্য যন্ত্র দ্বারা তুই আমার বান্দাদেরকে তোর রাস্তার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করবি।

(২) ইবলীস বলেছিলঃ اِجْعَلْ لِي قُرْأٰنًا "আমাকে একটি কুরআন দাও। এখানে কুরআন মানে পাঠ্যবস্তু। অর্থাৎ আমি দুনিয়াতে গিয়ে কী পাঠ করব ? একটি রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ তায়ালা বলেছিলেনঃ اَلشِّعْرُ আর আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, اَلْغِنَاءُ "অর্থাৎ অশ্লীল কবিতা ও গান।" এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, শয়তান ইবলীস গান বাজনার মাধ্যমে ঈমানদার বান্দাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইবলীস শয়তান থেকে হিফাযত করুন, আমীন।

জেনে রাখা উচিৎ, বর্তমান আমাদের সমাজের কিছু মুসলিম যুবক ভাই শয়তানের ধোকায় পড়ে যেমন কানে হেড ফোন লাগিয়ে মোবাইলে গান শোনায় মত্ত হয়ে পড়ছেন, তদ্রূপ প্রকাশ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বড় বড় ডিজে বক্স বাজিয়ে গানের মজলিস জমাচ্ছেন। আবার এর চেয়ে বড় আফসোসের বিষয় হল, কিছু পিতা-মাতা নিজেদের

সন্তানদেরকে নাচগানের স্কুলে ভর্তি করছেন। এভাবে শিশু বয়স থেকেই বাচ্চাদেরকে পাপের রাস্তায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ হারাম কাজ। মনে রাখবেন, এ সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর গযব নাযিল হয়। শুধুতাই নয় বরং যে সমাজে এগুলি ঘটছে সেই সমাজের মানুষরাও যদি এদেরকে বাঁধা না দেয়, তাহলে তাদের প্রতিও আল্লাহর গযব নাযিল হবে।

সেজন্য আমাদের সকলের কর্তব্য হল, সাধ্যানুযায়ী এদেরকে বাঁধা প্রদান করা। আর এই বাঁধা প্রদানের বিভিন্ন পন্থা হতে পারে। যেমন ওই ব্যক্তির সাথে কোন সম্পর্ক না রাখা। কিংবা মসজিদ কর্তৃক কমিটির পক্ষ থেকে সকল গ্রামবাসীর ঐক্যমতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে, যে বিবাহ অনুষ্ঠানে গান বাজনা ও মদের আসর বসবে সে বিবাহ অনুষ্ঠান বয়কট করা হবে। অর্থাৎ ইমাম সাহেব সে বিবাহ পড়াবেন না। পক্ষান্তরে বাইরে থেকে কোন মাওলানাকে ভাড়া করে নিয়ে আসলে, সে বাড়ির পরিবারের সাথে মসজিদের সমস্ত রকম সম্পর্ক বিচ্ছেদ

করা হবে। এমন ধরণের নৈতিক সিদ্ধান্ত সকল গ্রামের মসজিদ কমিটিকে গ্রহণ করা উচিৎ। এভাবে অসৎ কাজের বাঁধা প্রদান করা সহজ হবে।

মুহতারম হাযিরীন ! এবার আমি যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। আমরা একটু মনযোগ দিয়ে শুনি। দেখুন, শয়তানের চক্রান্ত হল, নুরানী ধোঁকা। ইবলীস শয়তান বিভিন্ন ধরণের মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকারের শয়তানী কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু যারা সব সময় ইবলীসের আনুগত্য করে চলে। তাদের নিয়ে ইবলীসের কোন চিন্তা নেই। কেননা তারা তো ইবলীসের খালাতো ভাই। আর খালাতো ভাইদের নিয়ে কিসের চিন্তা। তবে ইবলীসের চিন্তা তাদের নিয়ে, যারা দ্বীনদার ও ঈমানদার বান্দা।

জেনে রাখা দরকার, আল্লামা ইবনুল কইয়িম জাউযী (রহ) একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নাম ‘তালবীসে ইবলীস’ অর্থাৎ ইবলীস শয়তানের নূরানী ধোঁকা। নুরানী ধোঁকার অর্থ হল, এমনভাবে ধোঁকা দেওয়া হবে যে সে

বুঝতেই পারবে না। বাহ্যিকরূপে সে মনে করবে নেক কাজ করছি, অথচ সেটা গোনাহের কাজ। ওই কিতাবের মধ্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধোঁকার কৌশল উল্লেখ করেছেন।

শুধুমাত্র নবীগণ ছাড়া ইবলীস সকলকে ধোঁকা দেওয়ার কৌশল তৈরি করে রেখেছে। যেমন বান্দা তেমন কৌশল। সাধারণ দ্বীনদার ঈমানদার বান্দাদের জন্য হালকা ডোজের ধোঁকা। অল্প জ্ঞানের আলেমদের জন্য একটু উন্নত ধোঁকা। বেশি জ্ঞানের আলেম ও পীর মাশাইখদের জন্য তার চেয়ে আরও কঠিন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। তবে যে সমস্ত উলামায়ে কিরামগণ ফকীহ অর্থাৎ শরীয়তের গভীর জ্ঞান রাখেন এবং তার প্রতি নিজে আমল করেন ও অপরকে ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে আমল করার কথা বলেন, সে সমস্ত উলামাগণ শয়তানের উপর সাধারণ ঈমানদারদের চেয়ে হাজারগুন বেশি ভারি। এটা আমার আপনার হিসাব নয়। বরং এ হিসাব আমার আপনার নবী সরকারে

দোজাহাঁ সাইয়েদুল কাউনাইন সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছেন।

সুনানে তিরমিযীর ২৬৮১ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ "একজন ফকীহ আলিম শয়তানের উপর এক হাজার সাধারণ ইবাদাতকারী বান্দার চেয়ে ভারি।" অর্থাৎ একজন প্রকৃত ফকীহকে শয়তান ওতো সহজে ধোঁকা দিয়ে গোমরাহ করতে পারে না। বোঝা গেল, ইবলীস ফকীহ বান্দাদের জন্য সবচেয়ে উন্নতমানের কঠিন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। যদিও সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হতে পারে না।

যাইহোক এবার আমরা মূল বিষয়ের দিকে ফিরে আসি। আমরা যারা দ্বীনদার নামাযী যুবক ভাই, তারা যে বাৎসরিক জলসা-জুলুসগুলি দিয়ে থাকি, এগুলি নিঃসন্দেহে নেকীর কাজ। কেননা এর দ্বারা গ্রামের মা-বোনেদের মধ্যে দ্বীনের পরিবেশ তৈরি হয় এবং ছোট্ট শিশুদের মধ্যে ধর্মীয়

জাগরণ সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি এই জলসা-জুলুসের মজলিসগুলি মা-বোনেদের ইজ্জত এবং পর্দাহানির কারণ হয়, তাহলে নেকী তো দূরের কথা বরং উল্ট মহাপাপ হবে।

অনুরূপভাবে বর্তমান অধিকাংশ জলসায় শিল্পী নিয়ে এসে গানের নকলে গজল বলে মজলিস মাতোয়ারা করা হচ্ছে। ফলে গ্রামের যুবক ছেলেরা এবং পর্দানশিন মা-বোনেরা ধর্মের নামে বেপর্দা হয়ে ওই মজলিসে হাজির হচ্ছে এবং তারপরে যা ঘটছে সেটা তো আপনারা জানেন।

জেনে রাখা উচিৎ, নবীজির নামে না'ত পড়া নিশ্চয় উত্তম কাজ। তবে সমস্ত ফাতাওয়ার কিতাবগুলিতে লেখা আছে, যদি না'ত ও গজলগুলি ইচ্ছাকৃত গানের নকলে তৈরি করা হয় এবং গানের মতো মজা নেওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়, তাহলে এটা সম্পূর্ণ হারাম হবে।

এর চেয়ে আরও জঘন্য বিষয় হল, কোন কোন গ্রামের জলসায় মহিলা শিল্পী ভাড়া করে নিয়ে আশা হচ্ছে। এগুলি হাদীসের মধ্যে কিয়ামতের পূর্বের মহা ফেতনা বলা

হয়েছে। মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা সাবালিকা মহিলাদের মুখের আওয়াজকেও পর্দা করতে বলেছেন।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, আমরা আলিম উলামা হয়ে যখনই এগুলি নিষেধ করতে যাই, তখনই যুবক ভায়েরা বলে থাকেনঃ আমরা তো গান-বাজনার মজলিস দিচ্ছি না। আমরা তো দ্বীনী জলসা দিচ্ছি। আর ওই মহিলা এসে তো গান করছে না। মনে রাখবেন, আল্লাহর কসম খেয়ে বললেও ভুল হবে না, এটা ইবলিস শয়তানের সম্পূর্ণ নূরানী ধোঁকা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে হিফাযত করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ,

হাফিয আবূযার সাল্লামাহু ও মাস্টার আশিক ইকবাল